SALZBURG
GLOBAL
SEMINAR

EDUCATION FOR
TOMORROW'S WORLD

স্যালজবার্গ ঘোষণা
একটি বহুভাষিক বিশ্বের জন্য

যোগাযোগনির্ভর বর্তমান বিশ্বে বহুভাষায় কথা বলার সক্ষমতা এবং ভাষাগত বিভক্তি সত্ত্বেও যোগাযোগ করতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এমনকি একটির বেশি অন্য কোনো একটি ভাষার আংশিক জ্ঞানও লাভজনক। একাধিক ভাষার দক্ষতা আজকের বিশ্বে নতুন ধরনের সাক্ষরতা। তাই ভাষা শিক্ষার সম্প্রসারণ ছোটি-বড় সবার প্রয়োজন।

অথচ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ নিজস্ব ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও কমিউনিটির ঐতিহ্যগত অধিকার অক্ষুন্ন রাখা, উপভোগ করা এবং উন্নয়ন করা থেকে বঞ্চিত থাকে। ভাষা নীতিমালায় এই অন্যায্যতার সংশোধন প্রয়োজন, যা বহুভাষিক সমাজ এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সহায়ক হবে।

আমরা "স্প্রিংবোর্ড ফর ট্যালেন্ট: ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এন্ড ইনটিগ্রেশন ইন এ গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড" (*Springboard for Talent: Language Learning & Integration in a Globalized World* – December 12-17, 2017: salzburgglobal.org/go/586) সেশনের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বহুভাষিকতার মূল্যায়ন ও ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

একটি সমন্বিত প্রতিবেদন এবং ২০১৮ সালে ব্লগে প্রকাশিত মূল আলোচনাপত্রসমূহ বহুভাষিক বিশ্বের জন্য স্যালজবার্গ ঘোষণার সমর্থন যোগাবে।

আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করি যেখানে:

- জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশের অধিকাংশ মানুষ বহুভাষিক ।
- বর্তমান বিশ্বে ৭,০৯৭টি ভাষা মৌখিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এর মধ্যে ২,৪৬৪টি ভাষা বিপন ।
- ২৩টি ভাষা বেশি ব্যবহৃত হয়; বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ এই ২৩টি ভাষায় কথা বলে।
- ৪০ ভাগ মানুষ যে ভাষা বুঝতে পারে সে ভাষায় তাদের শিক্ষার সুযোগ নেই ।
- ৬১৭ মিলিয়ন শিশু-কিশোর ন্যূনতম পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারে না ।
- ২৪৪ মিলিয়ন মানুষ আন্তর্জাতিক অভিবাসী, যার মধ্যে ২০ মিলিয়ন রয়েছে শরণার্থী -এই শরণার্থীর সংখ্যা ২০০০ সালের পর ৪১ ভাগ বৃদিধ পেয়েছে । শুধু অভিবাসী ও শরণার্থীরা মোট জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হতে পারে ।

বর্তমান বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই বহুভাষিক। অথচ বিশ্বে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের ভাষাগত দুর্বলতার কারণে এবং ভাষার দক্ষতার অভাবে অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়া এবং জনপ্রশাসন প্রদত্ত সুবিধা থেকে বাধা পাচ্ছে বা বঞ্চিত হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবেলা করতেই হবে যদি ২০১৫ সালে ১৯৩টি দেশ দ্বারা গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) "দারিদ্র্যের অবসান, মহাবিশ্বের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, সকলের জন্য সমৃদ্ধি" অর্জন করতে হয়। অংশগ্রহণমূলক অগ্রগতির মূল ভিত্তি হলো শক্তিশালী ও অনুকূল ভাষানীতি ভিত্তিক ন্যায্য ও সমতাপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

মূলতত্ত্ব

- বহুভাষিকতা (multilingualism) বোঝায় বহুভাষিক সমাজে আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহারে উদ্ভূত করা।
- বহুভাষিতা (plurilingualism) বোঝায় ব্যক্তি কর্তৃক বহুভাষার জ্ঞান।
- ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুভাষিকতা বিভিন্ন ধরন ও ব্যবহারে উদ্ভাবিত হয়।
- বহুভাষিক শিক্ষা ও সামাজিক বহুভাষিতা রাষ্ট্রসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সমর্থনে জ্ঞান ও আন্তঃসাংস্কৃতিক উপলব্ধি বিনিময় প্রসার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করে।

অভীষ্ট ভাষা নীতিমালা সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি, শিক্ষার প্রভাবে উন্নতিসাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসার ঘটাতে পারে। একাধিক ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি শিশুদের মাতৃভাষায় সাক্ষরতার দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহিত করে; কমিউনিটির স্বকীয়তা, জ্ঞান ও বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে এবং ব্যক্তিক, বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন নতুন ভাষা শিক্ষা সম্ভাবনা তৈরি করে। বহুভাষিক নীতিমালা ভাষাবৈচিত্র্যের অনন্য ও অপরিহার্য উৎসকে স্থায়ী রূপদান করে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সারা বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

আমাদের জোরালো সুপারিশ হলো প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্পোরেশন এবং সরকার বহুভাষিক সমাজ বিনির্মাণের ধারণা অভিযোজন করবে। যাতে বৈশ্বিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে ভাষাবৈচিত্র্যের যথাযথ প্রসার ঘটে, ভাষাগত বৈষম্য প্রশমনে সহায়ক হয় এবং ভাষা সংক্রান্ত নীতিমালার উন্নয়ন ঘটে। এভাবে বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে বহুভাষিকতার পথ সুগম হয়।

The *Salzburg Statement for a Multilingual World* was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements

সুপারিশমালা

নীতি প্রণয়ন

যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ মতামত ও কার্যকর অংশগ্রহণ। সমাজে ভাষাগত প্রশ্নে যৌক্তিক ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো:

- সুস্পষ্ট, বাস্তবভিত্তিক ও অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
- নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করা ও সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নির্ধারণ করা।
- নীতি প্রণয়নে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উত্তর-মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর এবং উপানুষ্ঠানিক ও জীবনভর শিক্ষার মধ্যেকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা শেখা, চর্চা ও প্রয়োগ সহ সকল ভাষার পরিসম্পদ ও আবশ্যিক বিষয়সমূহ, যেমন, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, লোকজ সাহিত্য ও জ্ঞান সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা।
- মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভাষা শেখার জন্য শিক্ষা বিষয়ক ও জ্ঞানভিত্তিক গবেষণা (cognitive research) থেকে ধারণা উন্নয়ন করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিসম্পদ নিশ্চিত করা।
- নীতির লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

শিক্ষণ-শিখন

ভাষানীতির পরিসর সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্র ব্যাপী বিস্তৃত। বহুভাষিকতার স্থায়ীত্ব ও সুফল লাভের জন্য সামজের প্রয়োজন জীবনভর ভাষা শিক্ষা। শিক্ষানীতি, দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ও শ্রমনীতির মাধ্যমে সকলের জন্য ভাষা শিক্ষার প্রসার ও গুরুত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। তাহলে শিশু ও বয়স্করা দৈনন্দিন জীবনাচরণের মাধ্যমে ভাষার দক্ষতা অর্জনের সমন্বিত ও বিরতিহীন সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন, সমৃদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণে সক্ষম হবে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং জ্ঞান আহরণের সনাতন ও বিকল্প ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ভাষা শিক্ষার নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও উন্মুক্ত কর্মকেন্দ্রিক ভাষা শিক্ষার উদ্যোগসমূহের অনেক সুযোগ আছে। পথঘাট, বাড়ি, সামাজিক নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল পরিবেশ এবং শরণার্থী স্থাপনাসমূহ ভাষা শিক্ষার প্রসার, বিস্তার ও স্বীকৃতি প্রদানে সহায়ক হতে পারে।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করণ

বহুভাষিক সমাজে উপযুক্ত সেবাসমূহ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে জনসেবা ও তথ্য বিনিময়ের রূপরেখা প্রণয়ন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বহুভাষিক সমাজে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি ও আইনগত পরিবেশে সমতাপূর্ণ অংশগ্রহণ নির্ভর করে সহজলভ্য আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যাখ্যার উপর।

কর্মোদ্যোগের আহ্বান

গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ, সমাজকর্মী, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও মিডিয়া, সরকার ও সরকারি কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টসহ অংশীজনদের মধ্যে যারা পরিবর্তন আনয়ন করতে সক্ষম, নিম্নলিখিত কর্মোদ্যোগ গ্রহণে তাদের সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি:

- বহুভাষিকতা ও বহুভাষিতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ভাষানীতি প্রণয়ন, অনুশীলন বা চর্চা এবং এ বিষয়ক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন।
- দাপ্তরিক তথ্য উপাত্ত এবং জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচারিত তথ্যপত্রে ভাষার অধিকার, ভাষাবৈচিত্র্য ও নাগরিক অধিকারের প্রতি সক্রিয় সমর্থন।
- ভাষা ও সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত বা বিদ্যমান বৈষম্য, অপ্রত্যাশিত সংস্কার বা কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও অসমতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী, অভিবাসী ও শরণার্থীদের ভাষায় মূল্যবান সম্পদ (linguistic capital), যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের জন্য মহা মূল্যবান তা মেনে নেওয়া।

এই অংশীজনদের প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব নিয়মে সামাজিক অগ্রগতি, সামাজকি ন্যায্যতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বহুভাষিকতা গ্রহণ এবং এ তত্ত্বের প্রতি সমর্থন যোগাতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে বহুভাষিক তত্ত্বের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানভাণ্ডারের নিরাপদ বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা একত্রে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

*You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements